বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

২নং অরফ্যানেজ রোড, বখশি বাজার, ঢাকা-১২১১

Website: www.bmeb.gov.bd, **E-mail:** info@bmeb.gov.bd, **Fax:** 58616681, 58617908, 9615576

নং- বামাশিবো/প্রশাসন/সাতক্ষীরা-৪৮/ ৬৫২(সংস্থা:)

তারিখঃ ০৩/০৬/২০১৯খ্রিঃ

বিষয়ঃ **মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক রিট পিটিশন নং- ৯০৩/২০১৯-এ প্রদত্ত আদেশ মোতাবেক মোঃ অহিদুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক কম্পিউটার, কাজলা গরীবুল্লাহ বিশ্বাস দাখিল মাদ্রাসা, কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরা এর ১৬.০৭.২০১৮ ইং তারিখের দরখাস্ত নিষ্পত্তি প্রসঙ্গে।**

সূত্রঃ নং- বামাশিবো/প্রশাসন/সাতক্ষীরা-৪৮/২২৫৯/৬; তারিখঃ ২৪/০৩/২০১৯খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, জনাব জুলেখা খাতুন মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে বোর্ডের স্মারক নং- বামাশিবো/প্রশাসন/২২৩৯/৭/নথি নং-সাতক্ষীরা-৪৮; তারিখঃ ১৪.০১.২০১৯ এর বিরুদ্ধে রিট পিটিশন নং- ৯০৩/২০১৯ দায়ের করেন। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ বর্ণিত স্মারকের মাধ্যমে প্রদত্ত সিদ্ধান্তের পূর্বে শুনানীতে জনাব জুলেখা খাতুন শুনানীতে উপস্থিত থাকার সুযোগ না পাওয়ায় তাকে সহ সকলকে পুনরায় শুনানী করে মোঃ অহিদুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক কম্পিউটার, কাজলা গরীবুল্লাহ বিশ্বাস দাখিল মাদ্রাসা, কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরা এর ১৬.০৭.২০১৮ ইং তারিখের দরখাস্ত নিষ্পত্তির নির্দেশ প্রদান করেন। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের আদেশের প্রেক্ষিতে জনাব জুলেখা খাতুনসহ সকলকে পুনরায় শুনানীর জন্য সূত্রোক্ত ১নং স্মারকে পত্র দেয়া হয়।

২) মোঃ অহিদুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক কম্পিউটার, কাজলা গরীবুল্লাহ বিশ্বাস দাখিল মাদ্রাসা, কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরা এর ১৬.০৭.২০১৮ ইং তারিখের দরখাস্ত মহামান্য হাইকোর্ট পুনঃ নিষ্পত্তির আদেশ প্রদান করায় বোর্ডের স্মারক নং- বামাশিবো/প্রশাসন/২২৩৯/৭/নথি নং- সাতক্ষীরা-৪৮; তারিখঃ ১৪.০১.২০১৯ এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হলো।

৩) সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে বোর্ডের শুনানীতে হাজির হয়ে জনাব জুলেখা খাতুন যে বক্তব্য প্রদান করেন, তা সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

তিনি ২০.১২.২০১২ তারিখে কম্পিউটার শিক্ষক পদে যোগদান করেন। ২০১২ সালের নিবন্ধন সনদ ঠিক না থাকায় ডিজি অফিস এমপিওভুক্ত করেনি। পরবর্তীতে তিনি ২০১৩ সালে নিবন্ধন পাস করেন ফলে ২০১৪ সালে পুনরায় তাঁকে নিয়োগ দেয়া হয়। বিধি মোতাবেক নিয়োগ দানের আবেদনপত্র উপস্থাপন করে তাকে ৩০.১১.২০১৩ খ্রিঃ তারিখের রেজুলেশনে নিয়োগ দানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নিয়োগপত্র দেয়া হয় ১৮.০১.২০১৪ তারিখে ও তিনি যোগদান করেন ১৯.০১.২০১৪ তারিখে। নিয়োগ বোর্ডে তিনি শিক্ষক প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ বিষয়ে কি হবে তা তিনি জানতেন না, সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত সুপার বলেছেন তাই স্বাক্ষর করেছেন। ১ম নিয়োগ সঠিক ছিলনা বলেই তাকে পরে নিয়োগ প্রদান করা হয়। জনাব জুলেখা খাতুন তার লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে বিগত ১১.০৯.২০১৩ ইং তারিখে ১জি-৫৯৫ বিঃ/২০১৩/৫৭৮৩/৫ বিশেষ নং স্মারকে প্রেরিত কাগজপত্রে ত্রুটির কারনে এমপিও ভুক্তির জন্য বিবেচনা না হওয়ার কারণ দেখিয়ে সুপার বরাবর পত্র প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে ১৯.১২.২০১৩ ইং তারিখে দৈনিক খবর পত্রিকায় প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অবগত হয়ে ২২.১২.২০১৩ ইং তারিখে চাকুরি পাওয়ার জন্য পুনরায় আবেদন করেন। বিগত ১৬.০১.২০১৪ তারিখে সাতক্ষীরা সরকারি বালক বিদ্যালয়ে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় কৃতকার্য হন। ১৮.০১.২০১৪ ইং তারিখের ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিগত ১৮.০১.২০১৪ ইং তারিখে নিয়োগপত্র প্রদান করায় তিনি বিগত ১৯.০১.২০১৪ তারিখে অত্র মাদ্রাসায় যোগদান করেন এবং ০১.১১.২০১৮ ইং তারিখে তিনি এমপিওভুক্তি হন।

৪) জনাব জুলেখা খাতুন এর নিয়োগ বিষয়ে মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি যে বক্তব্য প্রদান করেন, তাহা সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

জুলেখা খাতুনকে ২০.১২.২০১২ তারিখে নিয়োগ দেয়া হয়। পরে নিবন্ধন সনদ জাল থাকায় জনাব জুলেখা খাতুনের নিয়োগ অবৈধ হয় । অবৈধ অবস্থায়ই সে মাদ্রাসায় শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করে এই সময় সুপার জনাব শওকত হোসেন নাশকতার মামলায় জেলে ছিলেন। জুলেখা খাতুন এর নিবন্ধন সনদ জাল ধরা পড়ায় পুনরায় কম্পিউটার শিক্ষক এর নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় জুলেখা খাতুনও আবেদনকারী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। জুলেখা খাতুন এর জাল জালিয়াতির বিষয়ে তিনি এবং কমিটি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি, জুলেখা খাতুন নিয়োগ সংক্রান্ত সকল রেজুলেশনে নিয়োগ প্রতিনিধি হিসেবে স্বাক্ষর করেছেন ও অবৈধ শিক্ষককে নিয়োগ প্রক্রিয়ার সাথে রাখা বিধি সম্মত হয়নি মর্মে তিনি স্বীকার করেন। জুলেখা খাতুন জাল সনদ নিয়ে নিয়োগ অপরাধ করেছেন তা জেনেও পরে নিবন্ধন সনদ সঠিক পাওয়ায় তিনি জুলেখা খাতুনকে নিয়োগ দিয়েছেন। ২য় নিয়োগের সময় মামলা চলমান থাকায় উক্ত নিয়োগ প্রদান সঠিক হয়নি।

৫) জনাব জুলেখা খাতুন এর নিয়োগ ও জনাব মোঃ অহিদুল ইসলামের পদত্যাগ বিষয়ে মাদ্রাসার সুপার যে বক্তব্য প্রদান করেন, তাহা সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

গত ১৮.১২.২০১২ তারিখে জুলেখা খাতুনকে নিয়োগ দেওয়া হয়। নিয়োগকালীন সময়ে জাল নিবন্ধন সনদ বিষয়ে না জানা বশতঃ জুলেখা খাতুনকে নিয়োগ প্রদান করা হয় কিন্তু পরে জানতে পারেন জনাব জুলেখা খাতুন এর সনদ জাল। শুনানিতে সুপার আরও বলেন, মোঃ অহিদুল ইসলাম উক্ত মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) থাকা কালিন একাধিকবার ছাত্রীদের সাথে অপ্রীতিকর কার্য করায় তাকে কারন দর্শানো হয় এবং স্থানীয় পত্রিকায় ঘটনাটি প্রকাশ পায় । তিনি নিজেই পদত্যাগ পত্র দাখিল করেন। ফলে পরবর্তীতে উক্ত পদে নতুন লোক নিয়োগ দেয়া হয়।

৬) সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) নিয়োগ ও পদত্যাগ বিষয়ে মোঃ অহিদুল ইসলাম যে বক্তব্য প্রদান করেন, তাহা সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

তিনি পদত্যাগ পত্র প্রদান করেননি, কিন্তু ২৭.০৫.২০১২ তারিখ থেকে ১১/১২দিন অনুপস্থিত ছিলেন। মেডিকেল ছুটি আবেদন দেন ০৩.০৬.২০১২। তাঁকে জানানো হয় তিনি পদত্যাগ করেছেন। এ বিষয়ে মামলা করেন, মামলা নং- ১৫৭/১২ তারিখ- ১৪.০৮.২০১২। সুপার জনাব মো: শওকত হোসেন শত্রুতামূলকভাবে তার পদত্যাগ পত্র তৈরী করেন । তিনি পদত্যাগ পত্র মাদ্রাসায় জমা দেননি । মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৩-৬-২০১২ ইং তারিখে তাকে অব্যাহতি পত্র প্রদান করেন । উক্ত মামলায় রায়ের বিরুদ্ধে আপিল নং- ৭৮/২০১৫ দায়ের করা হয় যাতে প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে সিভিল রিভিশন নং- ২৯৪৮/২০১৮ দায়ের করা হলে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ রুল জারি করেন, বর্তমানে উহা বিচারাধীন আছে । মামলা চলাকালীন সময়ে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১৮-১২-২০১২ ইং তারিখে মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে জনৈক জুলেখা খাতুনকে উক্ত পদে নিয়োগ প্রদান করেন। জনাব জুলেখা খাতুন এর কম্পিউটার নিবন্ধন সনদ জাল বলিয়া প্রমাণিত হয় । পরবর্তীতে নিবন্ধন পরীক্ষা সম্পন্ন করে জুলেখা খাতুন বিগত ১১/১/২০১৪ ইং শিক্ষক প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ বোর্ড গঠনে উপস্থিত থেকে নিজেই প্রার্থী হয়ে বিগত ১৮/০১/২০১৪ ইং তারিখে অবৈধভাবে কম্পিউটার শিক্ষক পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হন।

৭) উপস্থাপিত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

ক) জনাব অহিদুল ইসলামের তর্কিত পদত্যাগ পত্র তারিখ: ২৭.০৫.২০১২ সুপার কর্তৃক ০৩.০৬.২০১২ খ্রিঃ তারিখ প্রাপ্ত হয়। সভাপতি কর্তৃক ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ০৪.০৬.২০১২ তারিখ গৃহীত হয় এবং ০২.০৬.২০১২ তারিখ থেকে কার্যকর করা হয় এবং কম্পিউটার শিক্ষকের পদ শূন্য ঘোষণা করে নিয়োগের জন্য সুপারকে দায়িত্ব দেয়া হয়;

খ) পরবর্তীতে ম্যানেজিং কমিটির ২৯.১১.২০১২ ও ১৭.১২.২০১২ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জনাব জুলেখা খাতুনকে জনাব অহিদুল ইসলামের তর্কিত পদত্যাগ পত্র বিষয়ে মামলা নং- ১৫৭/১২ তারিখ- ১৪.০৮.২০১২ চলমান থাকা অবস্থায় ১৮.১২.২০১২তারিখে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

গ) বেসরকারি মাদ্রাসার শিক্ষকগণের চাকুরীর অবস্থা ও শর্তাবলী প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এর প্রবিধান-১০ মোতাবেক শিক্ষাবর্ষের প্রথম ৬ মাসের মধ্যে চাকুরী থেকে ইস্তফা দানের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১ মাস পূর্বে ইস্তফা নোটিশ প্রদান করতে হবে ও শিক্ষাবর্ষের শেষ ৬ মাসের মধ্যে ইস্তফা প্রদান করতে হলে ৩ মাস পূর্বে লিখিত আবেদন পেশ করতে হবে, যাহা মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিপালিত হয়নি।

ঘ) শুনানীকালে মাদ্রাসার সুপারকে জনাব মো: অহিদুল ইসলামের পদত্যাগ পত্র তারিখ: ২৭.০৫.২০১২ এর মূল কপি প্রদর্শন করতে বলা হলে তিনি জানান যে তার নিকট পদত্যাগ পত্রের মুল কপি নেই ও পদত্যাগ পত্র না থাকার বিষয়ে কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারেন নাই ।

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

২নং অরফ্যানেজ রোড, বখশি বাজার, ঢাকা-১২১১

Website: www.bmeb.gov.bd, **E-mail:** info@bmeb.gov.bd, **Fax:** 58616681, 58617908, 9615576

ঙ) জনাব মো: অহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উস্থাপন করা হলেও শুনানীকালে অভিযোগের বিষয়ে কোন দালিলিক প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেন নাই।

চ) ম্যানেজিং কমিটির ৩০.১১.২০১৩ তারিখের রেজুলেশন পর্যালোচনায় দেখা যায়, ভারপ্রাপ্ত সুপার, সহকারী শিক্ষক জুলেখা খাতুনের বিধি মোতাবেক নিয়োগের আবেদনপত্র উপস্থাপন করেন উক্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর সহকারী শিক্ষক কম্পিউটার এর বিধি মোতাবেক নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ছ) ম্যানেজিং কমিটির রেজুলেশন তারিখ ১৯.১১.২০১৩ ও ২৯.১২.২০১৩ এ জনাব জুলেখা খাতুন এর নিয়োগ প্রক্রিয়া যথাযথ না হওয়া সত্বেও শিক্ষক প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত রাখা হয়। উল্লেখ্য, ২৯.১২.২০১৩ তারিখ রোজ মঙ্গলবার উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু উক্ত তারিখ পঞ্জিকা অনুযায়ী রবিবার।

জ) জনাব জুলেখা খাতুন এর বক্তব্য ১৯.১২.২০১৩ তারিখে দৈনিক খবর পত্রিকায় প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অবগত হইয়া ২২.১২.২০১৩ তারিখে চাকুরী পাওয়ার জন্য পুনরায় আবেদন করার বক্তব্য সঠিক নহে কারণ তিনি প্রথমবারের বিধি বহির্ভূত নিয়োগের পর পুনঃ নিয়োগের পূর্ব পর্যন্ত মাদ্রাসার সকল কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত থাকেন এবং পুনঃ নিয়োগ প্রক্রিয়ার নিমিত্ত ১১/১/২০১৪ ইং তারিখের সভায় শিক্ষক প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ বোর্ড গঠনে উপস্থিত থেকে নিজেই প্রার্থী হয়ে উক্ত প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করেন।

ঝ) সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) পদে আবেদন পত্র বাছাই ও নিয়োগ বোর্ড গঠন সংক্রান্ত ম্যানেজিং কমিটির ১১.০১.২০১৪ তারিখের সভায় শিক্ষক প্রতিনিধি হিসেবে জনাব জুলেখা খাতুন অংশগ্রহণ করেন, যেখানে সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) পদে পুনঃ নিয়োগ প্রক্রিয়ায় জুলেখা খাতুন একজন আবেদনকারী ও উল্লিখিত ৩০/১১/২০১৩ তারিখের জুলেখা খাতুন এর আবেদন পত্র উপস্থাপন (নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির পূর্বেই) থেকে স্পষ্ট যে, জনাব জুলেখা খাতুন এর পুনঃ নিয়োগ সাজানো, পূর্ব পরিকল্পিত ও বিধি বহির্ভূত।

৮) বর্ণিত অবস্থায়, রিট পিটিশিন নং- ৯০৩/২০১৯ এ প্রদত্ত মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা মোতাবেক মোঃ অহিদুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার), কাজলা গরীবুল্লাহ বিশ্বাস দাখিল মাদ্রাসা, কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরা এর ১৬.০৭.২০১৮ ইং তারিখের দরখাস্ত নিম্নরূপভাবে নিষ্পত্তি করা হলো:

জনাব অহিদুল ইসলামের তর্কিত পদত্যাগ পত্র বিষয়ে মামলা নং- ১৫৭/১২ তারিখ- ১৪.০৮.২০১২ চলমান থাকা অবস্থায় ইস্তফা প্রদান সংক্রান্ত বেসরকারি মাদ্রাসার শিক্ষকগণের চাকুরীর অবস্থা ও শর্তাবলী প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এর প্রবিধান-১০ লঙ্ঘন করে জুলেখা খাতুনকে কম্পিউটার শিক্ষক পদে ১৮.১২.২০১২ তারিখের নিয়োগ বিধি সম্মত হয়নি। তদুপরি রিট পিটিশনের দরখাস্তকারী জনাব জুলেখা খাতুন, মাদ্রাসার সুপার ও সভাপতির বর্ণিত মৌখিক ও লিখিত বক্তব্য মোতাবেক জনাব জুলেখা খাতুন এর প্রথমবার নিয়োগের পর নিবন্ধন সনদ জাল প্রমানিত হওয়ায় তার নিয়োগ কার্যত বাতিল হওয়া সত্বেও পরবর্তীতে ম্যানেজিং কমিটির নিয়োগ সংক্রান্ত ৩০.১১.২০১৩ তারিখের সভায় ও সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) পদে আবেদন পত্র বাছাই ও নিয়োগ বোর্ড গঠন সংক্রান্ত ম্যানেজিং কমিটির ১১.০১.২০১৪ তারিখের সভায় শিক্ষক প্রতিনিধি হিসেবে জনাব জুলেখা খাতুনকে উপস্থিত রেখে ও পুনঃ নিয়োগ প্রক্রিয়ায় জনাব জুলেখা খাতুন এর স্বাক্ষর নিয়ে তাঁকে পুনঃনিয়োগ প্রদান বিধি সম্মত হয়নি বিধায় জনাব জুলেখা খাতুনকে সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) পদে দায়িত্ব পালন থেকে বিরত রাখার জন্য ও বিধি বহির্ভূত নিয়োগের ধারাবাহিকতায় অর্জিত এমপিও বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হলো এবং জনাব মোঃ অহিদুল ইসলাম এর চাকুরীর বিষয়ে মাননীয় হাইকোর্টে বিচারাধীন সিভিল রিভিশন নং- ২৯৪৮/২০১৮ এর মাধ্যমে সুরাহা করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে

মোঃ মজিবুর রহমান
রেজিস্ট্রার (রুটিন দায়িত্ব)
ও
উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন)
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোনঃ ৯৬৭৪৮৭৪

প্রাপকঃ ১) সভাপতি, কাজলা গরীবুল্লাহ বিশ্বাস দাখিল মাদ্রাসা, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা।
২) সুপার, কাজলা গরীবুল্লাহ বিশ্বাস দাখিল মাদ্রাসা, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা।
৩) জনাব মোঃ অহিদুল ইসলাম, কাজলা, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা।
৪) জনাব জুলেখা খাতুন, কাজলা, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা।

নং- বামাশিবো/প্রশাসন/সাতক্ষীরা-৪৮/ ৩৫২ (সংস্থা)

তারিখঃ ০৩/০৬/২০১৯খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি:

১. মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
২. জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা।
৩. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা।
৪. জেলা শিক্ষা অফিসার, সাতক্ষীরা।
৫. ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, কালিগঞ্জ শাখা, সাতক্ষীরা।
৬. পি এ টু চেয়ারম্যান/রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৭. অফিস কপি।

মোঃ মজিবুর রহমান
রেজিস্ট্রার (রুটিন দায়িত্ব)
ও
উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন)
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোনঃ ৯৬৭৪৮৭৪